

দানযিলেরে বই - নম্বর পঁচাশা

ভবষ্টিদ্বাণীমূলক যাত্রার উন্মোচন: ঐতিহাসিকি মাইলফলকগুলোর ঐশ্বরিকি সংযোগ

Jeff Pippenger
2024-02-18

১৮৬৩ সালের বদিরোহরে একশো ছাব্বিশ বছর পর, ১৯৮৯ সালে দানযিলেরে একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয়টি পদ উন্মোচতি হয়েছিল। সেই বছরে প্রথম যে জুগ্গান উন্মোচতি হয়েছিল, তা ছিল পবতির ইতিহাসের সংস্কাররখোগুলির স্বীকৃতি এবং এই প্রকাশ যে সেগুলি পরস্পরের সমান্তরাল। এরপর ১৯৯২ সালে, শেষে ছয়টি পদের আলোর উন্মোচন শুরু হয়। এই সত্যগুলির প্রথম প্রকাশ উপস্থাপনা হয় ১৯৯৪ সালে, এবং বিষয় ছিল সংস্কাররখোগুলি। ১৯৯৬ সালে The Time of the End শিরোনামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যখনে দানযিলেরে একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয়টি পদ শনাক্ত করা হয়েছিল।

১৯৯৬ সাল ছিল সেই বছর যখন বার্তাটি আনুষ্ঠানিক করা হয়েছিল; এটি ১৮৩১ সালে উইলিয়াম মলিয়ারের বার্তার আনুষ্ঠানিককরণের সমান্তরালে থাকা একটি মাইলফলক। মলিয়ারের বার্তা ছিল বিচারের শুরু হওয়ার ঘোষণা, আর দানযিলে অধ্যায় ১১-এর শেষে ছয় পদ ছিল বিচারের সমাপ্তির ঘোষণা। মলিয়ারের বার্তার বিষয় ছিল বাইবেলে প্রকাশিত ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময়। দানযিলে অধ্যায় ১১-এর শেষে ছয় পদের বিষয় ছিল আধুনিক রোম (নকল 'উত্তরের রাজা')। মলিয়ারকে যে পদ্ধতিটি প্রকাশ করা হয়েছিল, তা ছিল ভবষ্টিদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার তার ১৪টি নিয়ম। ১৯৮৯ সালে যে পদ্ধতিটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছিল সংস্কার আন্দোলনগুলোর 'পঙ্কতির পর পঙ্কতি'।

মলিয়ারের কাজের মধ্যে ছিল ঈশ্বরের বাক্যকে কর্তৃত্বপূর্ণ হসিবে প্রতীষ্টি করা, যা বিশ্ব বারোশো ষাট বছর ধরে বলবৎ থাকা পোপীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতির বিপরীতে ছিল। এই কারণে, মলিয়ারের বার্তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালে (এর মাধ্যমে মলিয়ারের বার্তাটি আনুষ্ঠানিক রূপ পায়), কং জেমস বাইবেলে প্রকাশের ঠিক দুই শত বশি বছর পরে। ফাউচার ফর আমেরিকার কাজ ছিল শীঘ্র আগত রববারের আইনের সময় পোপতন্ত্রের মরণাত্মক ক্ষত সুস্থ করার ক্ষত্রে মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা চহ্নিত করা। এই কারণে, দ্য টাইম অব দ্য এন্ড পত্রিকা ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় (এর মাধ্যমে বার্তাটি আনুষ্ঠানিক রূপ পায়), ১৭৭৬ সালে মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীষ্টির ঠিক দুই শত বশি বছর পরে।

প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের থমিকে একটি ঐতিহাসিকি রফোরেন্স পয়েন্টের সঙ্গে গঁথে দেওয়া দুশো কুড়ি বছরের বিষয়টির স্বীকৃতি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের অনেকে পরে গিয়েই আসে; কারণ ওই তারিখে তৃতীয় 'হায়' এসে পোঁছানো না পর্যন্ত প্রভু তাঁর জনগণকে যরিময়ির ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষোলো ও সতেরো পদের পুরোনো পথগুলিতে ফরিয়ে নেননি। সেখানই "সাত সময়"-এর আলো পুনরাবষ্কিত হয়েছিল, এবং সেই আলো বিকশিত হতে হতে স্পষ্ট হলো যে দুশো কুড়ি হিলো সেই সংখ্যা যা দানযিলেরে অষ্টম অধ্যায়ের তেরো ও চৌদ্দ পদকে একসঙ্গে যুক্ত করে। তেরো নম্বর পদে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক ইতিহাসের "chazon" দর্শন চহ্নিত হয়েছিল, এবং চৌদ্দ নম্বর পদে "the appearance"-এর "mareh" দর্শন চহ্নিত হয়েছিল। ওই দুই পদের মধ্যকার সংযোগটাই গাব্রিয়েলে দানযিলেকে শেখাতে এসেছিলেন, এবং দানযিলে শেষে কালরে ঈশ্বরের জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করনে, যারা ওই দুই

দর্শনের সংযোগটি উপলব্ধি করতে আসে।

পদ তরোর দর্শন 'সাত সময়' (দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি বছর) বোঝায়, আর পদ চৌদ্দোর দর্শন তেইশশ দিন (বছর) বোঝায়। যহিদার দক্ষিণ রাজ্যে বরিদ্ধে 'সাত সময়', যা যহিদা, যরিশালমে ও পবতিরস্থানকে নরিদশে করে, শুরু হয়ছিলি খ্রিস্টিপূর্ব ৬৭৭ সালে, এবং যরিশালমে ও পবতিরস্থানকে পুনঃস্থাপনকে চহিনতি করে এমন তেইশশ বছর শুরু হয়ছিলি খ্রিস্টিপূর্ব ৪৫৭ সালে।

দুইশ কুড়ি বছর এই দুই দর্শনকে একসূত্রে গাঁথে, এবং দুইশ কুড়ি সংখ্যাটিকে স্বীকৃত দেওয়া হয়ছিলি এমন এক প্রতীক হিসেবে, যা পৌত্তলকিতা ও পোপতন্ত্রের বধিবংসী শক্তি দ্বারা সনোদল ও পবতিরস্থানকে পদদলতি করার মধ্যে বদিযমান সংযোগকে নরিদশে করে—যা ছত্রভঙ ও ঈশ্বরকে ক্রোধ হিসেবে উপস্থাপতি হয়ছে। দুইশ কুড়ি বছর পবতিরস্থান পদদলতি করার শয়তানিকাজেরে দর্শনকে একই মন্দরি পুনঃস্থাপনের ঈশ্বরীয় কাজেরে দর্শনের সঙগে একসূত্রে বঁধে দিযছিলি। অতএব, দুইশ কুড়ি বছর এমন একটি প্রতীক, যা এক পবতির সংযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে।

যমেন মলিরোইট আন্দোলন ১৮৬৩ সালের বদিরোহে সমাপ্ত হয়ছিলি, এবং তারপর একশ ছাব্বিশ বছর পরে তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন আবরিভূত হয়ছিলি—এভাবে জোর দিয়ে যা ওই দুই আন্দোলন 'সাত বার' (একশ ছাব্বিশ)-এর প্রতীকী অর্থেরে মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলি—তমেনা দুইশ কুড়ি বছর ১৮৩১ সালে মলিরেরে বাইবলেরে বার্তা প্রতষ্টিঠাকে ১৬১১ সালে কং জমেস বাইবলে প্রকাশেরে সাথে যুক্ত করছিলি; একইভাবে, সেই একই সময়কাল Future for America-কে আমেরিকার সূচনার সাথে যুক্ত করছিলি, কারণ এটি আমেরিকার সমাপ্তিকে চহিনতি করছিলি।

২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ, চুক্তির দূত হঠাৎ সেই মন্দরি এলনে, যটে তিনি ১৭৯৮ থেকে, অর্থাত্ প্রথম রোষেরে অবসান থেকে, ১৮৪৪ পর্যন্ত, অর্থাত্ শেষে রোষেরে অবসান পর্যন্ত, ছেচল্লিশ বছরে গড়ে তুলছিলনে। মন্দরি তঁর প্রবশেরে আগে ঘটছিলি মধ্যরাত্রির ডাক আন্দোলনে পবতির আত্মার বর্ষণ, যা ছিলি ইয়রিশালমে খ্রিস্টিরে বজিযী প্রবশেরে একটি পূর্বরূপ। এই দুই সাক্ষ্য প্রতষ্টিঠা করে যে শেষে দিনে যখন মধ্যরাত্রির ডাক আন্দোলন পুনরাবৃত্ত হব, তখন খ্রিস্টি এক লক্ষ চ্যাল্লিশ হাজারকে নিয়ে গঠতি মন্দরিটি উত্থাপন করে থাকবনে। দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে উল্লিখতি মধ্যরাত্রির ডাক যখনে পূর্ণ হয়, সেই দুই আন্দোলন পরস্পর সমান্তরাল।

“আমি প্রায়ই দশ কুমারীর দৃষ্টান্তেরে প্রতী উল্লিখে করে থাকি, যাদের মধ্যে পাঁচজন জুগোনী, আর পাঁচজন মূর্খ ছিলি। এই দৃষ্টান্তটি অক্ষরে অক্ষরে পরিপূর্ণ হয়ছে এবং হব, কারণ এ সময়েরে জন্ম এর একটি বিশিষে প্রয়োগ রয়ছে, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তার ন্যায়, এটি পরিপূর্ণ হয়ছে এবং সময়েরে সমাপ্তি পর্যন্ত বর্তমান সত্যরূপে অব্যাহত থাকবে।” Review and Herald, August 19, 1890.

মলিরোইটদের ইতিহাস (প্রথম স্বর্গদূতেরে আন্দোলন) ঈশ্বরেরে শক্তিরে কর্মবর্ধমান প্রকাশকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা শুরু হয়ছিলি ১৭৯৮ সালে দানয়িলেরে পুস্তকরে মোহর খোলা হলে। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট প্রকাশতি বাক্যেরে দশম অধ্যায়েরে স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলে সেই শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। তারপর ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিলেরে প্রথম হতাশা আসে, এবং শেষে পর্যন্ত ১৮৪৪ সালের ১২ আগস্ট শুরু হওয়া একসটেরে ক্যাম্প মটিংয়ে পবতির আত্মার চল নমে আসে, যা ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাসেরে মতো

দশেময় ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ফাউচার ফর আমেরিকা (তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন)-এর ইতিহাস ১৯৮৯ সালে দানয়িলেরে পুস্তকরে সলিমোহর খোলা হলে যে ঈশ্বরেরে শক্তিরি ক্রমবর্ধমান প্রকাশ শুরু হয়েছিল, তারই প্রতীক। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত বাক্য ১৮-এর স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলে সেই শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। এরপর ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের প্রথম হতাশা আসে, যা শেষ পর্যন্ত পবিত্র আত্মার বরষণে পরিণত হবে এবং মথিয়ালে উঠে দাঁড়ান ও মানবজাতির অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত দাবানলের মতো সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর, একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল; এর মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে অদূরই আসন্ন রবিবারের আইন-সময়ে আবারও একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে। সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর একটি হলো হাবাক্কুকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত দর্শনের বলিম্ব। হাবাক্কুকের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করেছে। উভয় আন্দোলনই সঠিক বাইবেলীয় পদ্ধতি নিয়ে এমন এক বতিরকরে সম্মুখীন হয়, যা আন্দোলনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পূর্বতন নরিবাচতি জনগণের মধ্যে ঘটবে, এবং বতিরকরে প্রক্রিয়ায় ঐ পূর্বতন নরিবাচতিদের পাশ কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম স্বর্গদূতের ইতিহাসেরে প্রহরীদের যে বার্তা রক্ষা করার কথা ছিল, তা ছিল সত্যগুলোর সনাক্তকরণ (মলিয়ারে রতনসমূহ), যসেব সত্য শেষে পর্যন্ত ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের দুইটি পবিত্র চার্টে উপস্থাপিত হয়েছিল। বতিরকরে প্রক্রিয়ায় এমন এক হতাশা দেখা দেবে, যা দুই বরোধী শ্রমে থেকে একটি বিচ্ছিন্নকে চিহ্নিত করবে, এবং বিশ্বস্তদের উদ্দেশ্যে আরও গভীর সমর্পণের আহ্বান জানাবে।

তারপর হাবাক্কুকের ভিত্তিমূলক সত্যসমূহের পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় জড়িত দুটি শ্রমেরি মধ্যে পার্থক্যটি চিহ্নিত করেন। সেই পরীক্ষা-প্রক্রিয়া, যার মধ্যে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ নীরব হয়ে যাওয়া ওই দুটি শ্রমেরি মধ্যকার বতিরকও অন্তর্ভুক্ত ছিল, ঠিক হাবাক্কুকের দ্বিতীয় অধ্যায় যেখানে সমাপ্ত হয়েছে সেখানেই সমাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে রাখেন: তাঁর সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী নীরব থাকুক।
Habakkuk 2:20.

প্রভু আকস্মিকভাবে তাঁর মলিরাইট মন্দিরে প্রবেশ করলেন, এবং তখন সমগ্র পৃথিবীকে নীরব থাকতে বলা হলো, কারণ প্রতীতির প্রায়শচিত্তেরে দিন উপস্থিত হয়েছিল এবং মৃতদের বিচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। হাবাক্কুকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ সমাপ্ত হয়েছিল, এবং যীশু সর্বদা কোনো কছির শেষকে কোনো কছির শুরুর সঙ্গে চিহ্নিত করেন। পবিত্রস্থান ও সনোবাহনীর পুনঃস্থাপনের দর্শনের সূচনা বছরের দর্শনের সূচনা এবং পবিত্রস্থান ও সনোবাহনীর পুনঃস্থাপনের দর্শনের সূচনা একসঙ্গে হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে দুইশো কুড়ি বছরের ব্যবধান ছিল; এবং যখন সেগুলোর সমাপ্তি ঘটল, হাবাক্কুকের অধ্যায় দুই, পদ বশি-এ সেগুলোকে সমাপ্ত বলে চিহ্নিত করা হলো।

শীঘ্র আসন্ন রবিবারের আইন কার্যকর হলে বহু ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে। সসেব ভবিষ্যদ্বাণীর একটি হলো হাবাক্কুকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত 'দর্শনের বলিম্ব'। হাবাক্কুকের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করে। উভয়

আন্দোলনই সঠিক বাইবলীয় ব্যাখ্যার পদ্ধতি নিয়ে এক বতিরকরে মুখোমুখি হয়; এই বতিরকটী সংঘটিত হয় আন্দোলনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সেই পূর্বতন নরিবাচতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যাদেরকে বতিরকরে প্রক্রিয়াতই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছো।

তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসেরে প্রহরীদরে দ্বারা প্রতিক্ষতি হওয়ার যো বার্তাটি, তা হল সত্যগুলি (মলিারেরে রত্নগুলি) সনাক্তকরণ, যা শেষে পর্যন্ত ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালরে দুটি পবতির চারটে উপস্থাপতি হযেছিলি। বতিরকরে প্রক্রিয়ায় এমন একটি ইতাশা দখো দযে, যা পরস্পরবিরোধী দুই শরণেরি মধ্যে এক বচ্ছদেকে চহ্নিতি করে এবং বশিবসতদরে প্রতী আরও গভীর আতমনবিদনেরে আহ্বান জানায়। এরপর হাবাক্কুক ভতিতমূল সত্যগুলিরি পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় জড়তি ওই দুই শরণেরি মধ্যে পার্থক্য চহ্নিতি করনে। ওই পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি, যা দুই শরণেরি মধ্যকার বতিরক দ্বারা উপস্থাপতি হযেছিলি, শীঘ্র আগত রববারেরে আইনে গযি়ে সম্পূর্ণরূপে শেষে হবো, ঠকি সখোনই, যখনে হাবাক্কুকরে দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে হযেছিলি।

কনিতু প্রভু তাঁর পবতির মন্দরিে রযেছেন: তাঁর সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী নীরব থাকুক।
Habakkuk 2:20.

প্রভু হঠাৎ এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারেরে মন্দরিে প্রবশে করবনে, এবং তখন সমস্ত পৃথিবী নীরব থাকবো, কারণ প্রতীতির প্রায়শচিত্ত দবিস জীবতিদরে বচিরে উপনীত হবো। হবক্কুকরে দ্বিতীয় অধ্যায়েরে ভাববাণীমূলক ইতিহাস শগিগরি আগত রববারেরে আইনেই এসে শেষে হয, এবং যীশু সর্বদা কোনো বিষয়েরে শেষকে সেই বিষয়েরে শুরুর সঙ্গে চহ্নিতি করনে।

জীবতিদরে বচির ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হযেছিলি, কনিতু বচির একটি প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়া ঈশ্বরেরে গৃহ থেকে শুরু হয, এবং তারপর এমন এক পরযায়ে পোঁছায় যখন যারা ঈশ্বরেরে গৃহেরে বাইরে, তাদেরে ওপর বচির নেমে আসে। যখন নটি ইয়রক সটিরি বশিাল ভবনগুলো ধবংস করা হযেছিলি, তখন সেই বচির শুরু হয, যা প্রতীকাযতি হযেছিলি মোহর আরোপকারী এক স্বর্গদূতেরে দ্বারা, যো যরিশালমে জুড়ে ঘোরো এবং গরিজায় সংঘটিত ঘৃণ্য কাজ ও দশে সংঘটিত ঘৃণ্য কাজেরে জন্য যারা হাহাকার ও করন্দন করে, তাদেরে ওপর চহ্নি আরোপ করে। শীঘ্রই আসতে চলা রববারেরে আইন কার্যকর হলে খ্রিস্ট এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারেরে মন্দরিে নরিমাণেরে কাজ সমাপ্ত করবনে, এবং বনিশকারী স্বর্গদূতরা যরিশালমেরে ওপর বচির নামযি়ে আনবো।

তখন এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজার জনকে পতাকাস্বরূপ উত্তোলতি করা হয, এবং জীবতিদরে বচির শুরু হয অন্য পালরে জন্য, যাদেরে প্রতিনিধিত্ব করে এদোম, মোয়াব এবং আম্মোনেরে সন্তানদেরে প্রধান (দানযিলে ১১:৪১)।

প্রথম স্বর্গদূতেরে সঙ্গে যুক্ত মলিারাইট আন্দোলন হোক বা তৃতীয় স্বর্গদূতেরে শক্তিশালী আন্দোলনই হোক, সংস্কার আন্দোলনেরে সম্পূর্ণ ইতিহাস সত্যরে কর্মবর্ধমান প্রকাশকে উপস্থাপন করে, যার চূড়ান্ত পরণিতা ঘটে পবতির আত্মার বরষণে। পবতির আত্মার বরষণই শেষে দিনেরে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর কনেন্দ্রবন্দি। এই কারণই নরিবোধ কুমারীদরে তলে নেই, কনিতু জ্ঞানীদরে আছে। তলেই বৃষ্টি।

তারা বলে, যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, আর সে তার কাছ থেকে চলে গযি়ে অন্য পুরুষেরে স্ত্রী হয, তবে কিসে আবার তার কাছে ফরি়ে আসবো? সেই দশে কিত্যনত অপবতির হবো না? কনিতু তুমি বিহু প্রমেকিরে সঙ্গে ব্যভচার করছে; তবুও আমার কাছে

ফরিয়ে এসো, বলনে পুরভু। তোমার চোখ উচ্চস্থানগুলোর দিকে তোলো, আর দেখো, কোথায় তোমার সঙ্গে সহবাস হয়নি। পথে পথে তুমি তাদের জন্ম গুঁত পতে বসে থাকেছে, মরুভূমির আরবের মতো; আর তোমার ব্যভিচার ও তোমার দুষ্টিতার দ্বারা তুমি দেশকে অপবিত্র করছে। তাই বৃষ্টিধারা ধরে রাখা হয়েছে, আর পরবর্তী বৃষ্টি হয়নি; আর তোমার ছলি বশ্যের ললাট, তুমি লিজুজতি হতে অস্বীকার করছে। তুমি কি এখন থেকে আমার কাছে ডাকবো না, 'আমার পতি, তুমি আমার যৌবনের পথপ্রদর্শক'? যরিময়ি ৩:১-৪।

এই অংশে (এবং সব নবীই শেষে কালরে কথা বলনে), ঈশ্বর দেখান যে তাঁর লোকেরো ব্যভিচার করছে, এমন পর্যায়ে যে তাদের কপাল বশ্যের মতো নরিলজুজ হয়ে গেছে। শেষে কালরে সেই বশ্যা হলো পোপীয় ক্ষমতা, এবং কপাল একটা সচতেন সদিধান্তকে নরিদশে করে। শেষে কালরে ঈশ্বরেরে লোকেরো দুষ্টি, কিন্তু ঈশ্বর এক চূড়ান্ত আহ্বান দিচ্ছেনে, যদগি তারা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে তারা সেই বশ্যের মতোই একই সদিধান্তে উপনীত হয়েছে। তারা এমন এক চরিত্র গড়ে তুলছে যে চতুর্থ প্রজন্ম দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, যেখানে তারা সূর্যপূজা করতে প্রস্তুত—যমেনটা ইজকেয়িলে অষ্টম অধ্যায়েরে চতুর্থ প্রজন্মে দেখানো হয়েছে।

"নৈতিক অন্ধকারেরে মাঝখানে সত্যেরে আলো উদ্ভাসতি হওয়ার সময় এসেছে। তৃতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তা পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, মানুষকে সতরক করছে যেন তারা পশুর চহিন বা তার মূর্তির চহিন তাদেরে কপালে বা তাদেরে হাতে গ্রহণ না করে। এই চহিন গ্রহণ করা মানেরে পশু যে সদিধান্ত নিয়েছে, সেই একই সদিধান্তে আসা, এবং ঈশ্বরেরে বাক্যেরে সরাসরি বিরোধিতায় একই চিন্তাধারার পক্ষে সওয়াল করা। যারা এই চহিন গ্রহণ করে, তাদেরে সম্প্রক ঈশ্বর বলনে, 'সে ঈশ্বরেরে ক্রোধেরে মদ পান করবে, যা তাঁর ক্রোধেরে পাতরে বনি মশিরণে ঢেলে দেওয়া হয়েছে; এবং সে পবিত্র স্বর্গদূতদেরে উপস্থিতিতে এবং মেষশির উপস্থিতিতে অগ্নিও গন্ধক দ্বারা যাতনা ভোগ করবে।' রভিউ অ্যান্ড হরোল্ড, ১৩ জুলাই, ১৮৯৭।"

যরিময়িহ বলছেন, শেষকালরে ঈশ্বরেরে লোকেরো ইতিমধ্যেই 'বশ্যের কপাল' ধারণ করছে। তারা 'দুষ্টি' বলেরে, পশুর চহিন গ্রহণেরে দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। সদ্য উদ্ভূত অংশে সিস্টার হোয়াইট আরও বলনে:

যদসিত্যেরে আলো আপনার সামনে উপস্থাপতি হয়ে থাকে, যা চতুর্থ আদশেরে সাবাথকে প্রকাশ করে এবং দেখায় যে রবিবার পালনেরে জন্ম ঈশ্বরেরে বাক্যে কোনো ভিত্তি নই, তবুও আপনি যদি মিথ্যা সাবাথকে আঁকড়ে ধরনে এবং ঈশ্বর যাকে 'আমার পবিত্র দিন' বলেরে ডাকনে সেই সাবাথকে পবিত্র রাখতে অস্বীকার করনে, তবে আপনি পশুর চহিন গ্রহণ করনে। এটা কিখন ঘটবে?—যখন আপনি এমন এক আদশে মান্য করনে যা আপনাকে রবিবার কাজ থেকে বরিত থাকতে এবং ঈশ্বরেরে উপাসনা করতে নরিদশে দেয়, অথচ আপনি জাননে যে বাইবেলে রবিবারকে সাধারণ কর্মদবিস ছাড়া অন্য কিছু প্রমাণ করার মতো একটা কথাও নই, তখন আপনি পশুর চহিন গ্রহণে সম্মতি দিনে এবং ঈশ্বরেরে সীল প্রত্যাখ্যান করনে। যদি আমরা এই চহিনটা আমাদেরে কপালে বা হাতে গ্রহণ করি, তবে অবাধ্যদেরে বরিদধে ঘেষতি বচিরে আমাদেরে উপরও পড়বে। কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরেরে সীল আরোপ করা হয় তাঁদেরে ওপর, যাঁরা ববিকেনষ্টিভাবে প্রভুর সাবাথ পালন করনে।

'আর ঈশ্বর দেখলনে যে, পৃথিবীতে মানুষেরে দুষ্টিতা অতশিয় বৃদ্ধি পিয়েছে, এবং তার হৃদয়েরে চিন্তাভাবনার প্রতটি কল্পনা নরিন্তরই কবেল মন্দ.... পৃথিবীও ঈশ্বরেরে দুষ্টিতে

দৃষ্টি হয়ে পড়ছে, এবং পৃথিবী হিংসায় পরিপূর্ণ ছিল.... আর ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, সমস্ত জীবের শেষে আমার সামনে এসে গেছে; কারণ তাদের কারণে পৃথিবী হিংসায় পরিপূর্ণ হয়েছে; আর দেখে, আমি পৃথিবীসহ তাদের ধ্বংস করব। তাদের নাশ করা হবে, কারণ তারা পৃথিবীকে অপবিত্র করছে—ঈশ্বর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন ধার্মিক মানুষদের উপভোগের জন্য।

"যমেন নোয়ার দিনে ছিল," খ্রিস্ট ঘোষণা করলেন, "তমেনই হবে মনুষ্যপুত্রের দিনগুলিতেও।" আর তা কি এমনই নয়? যিনি কেউ দৈনিক পত্রিকাগুলো দেখলে অপরাধের এক দীর্ঘ তালিকা দেখতে পাবে—মাতলামি, চুরি, ডাকাতি, অর্থ আত্মসাৎ, হত্যা। কখনো কখনো পুরো পরিবারকেই হত্যা করা হয়, যাতে অন্যের অর্থ বা সামগ্রী নিজের করে নেওয়ার মানুষের লালসা পূরণ হয়। সত্যিই পৃথিবী নোয়ার দিনের মতোই হয়ে উঠছে, কারণ মানুষ প্রকাশ্যে ঈশ্বরের আদেশকে অগ্রাহ্য করছে। রিভিউ অ্যান্ড হেরোল্ড, ১৩ জুলাই, ১৮৯৭।

যদিমধ্যে শেষে দিনের ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যারা সূর্যের সামনে নেতৃত্ব চলেছে তাদের শনাক্ত করছেন; এবং তা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "বৃষ্টিধারাগুলো আটকে রাখা হয়েছে, এবং কোনো শেষের বৃষ্টি হয়নি; আর তোমার ছিল এক বেশ্যার কপাল; তুমি লিজুজি হতে অস্বীকার করেছিলে।" শেষে দিনে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে "দুষ্ট"রা কোনো শেষের বৃষ্টি পাচ্ছে না, এবং তারা লিজুজি হতে অস্বীকার করছে, কারণ তাদের চিন্তাভাবনা কর্মমগত মন্দ হয়ে গেছে—যমেন নোয়াহের ইতিহাসে প্রকাশিত হয়েছে, এবং ইজকেয়িলের অষ্টম অধ্যায়ে দ্বিতীয় ঘণ্টায় বর্ণিত "চিত্রকল্পের কক্ষসমূহ" দ্বারাও তা প্রতিফলিত হয়েছে।

যদিমধ্যে শেষে কালে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে নিরলিজুজি দুষ্টদের উত্তীর্ণ করে যিনি তারা সেই "সময়" "থেকে" তাদের "যৌবন"-এর পথপ্রদর্শক"-এর কাছে "আরতনাদ" করে। অ্যাডভেন্টিজিমে যৌবনের পথপ্রদর্শক ছিল হাবাক্কুককে দুটি সারণি এবং তাকে উপস্থাপিত রত্নসমূহ। শেষে কালে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে দুষ্টদের ওপর অনন্ত মৃত্যু আনতে চলেছে যিনি দুষ্টতা, তা থেকে মুক্তির একমাত্র আশা হলো সেই ঈশ্বরের কাছে আরতনাদ করা, যিনি শুরুতে পথপ্রদর্শক ছিলেন—যিনি "শুরু" ১৭৯৮ সালে "শেষের সময়" এসে পৌঁছেছিল।

প্রথম বা তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে মূল প্রশ্নটি হলো, আপনি শেষের বৃষ্টি গ্রহণ করেন কিনা। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের জাতসিমূহ ক্রোধান্বতি হলো শেষের বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

"সে সময়, যখন উদ্ধারকার্য সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে, পৃথিবীতে বসিদের আসবে, এবং জাতসিমূহ ক্রোধান্বতি হবে, তবুও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ ব্যাহত না হয়। সে সময় 'শেষে বৃষ্টি', অর্থাত্ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সত্যজ্ঞতা, আসবে—তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো কণ্ঠস্বরকে শক্তি দিতে, এবং সাধুগণকে প্রস্তুত করতে, যাতে তারা সেই সময়ে অটল থাকতে পারে যখন শেষে সাতটি মহামারি টলে দেওয়া হবে।" Early Writings, 85.

"শেষে বৃষ্টি," যা "পুনরুজ্জীবন" হিসেবেও চিহ্নিত, জাতসিমূহ ক্রোধ হলে শুরু হয়েছিল, এবং সেই সময়েই "উদ্ধারের কাজ" সমাপ্তির দিকে এগোতে শুরু করে। প্রকাশিত বাক্য সপ্তম অধ্যায়ে চার স্বর্গদূত এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের সলিমোহর দেওয়ার কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত চার বাতাসকে আটকে রাখবে, এবং ইজকেয়িলে নবম অধ্যায়ে সেই কাজটি বর্ণিত হয়েছে স্বর্গদূতদের দ্বারা তাদের ওপর চিহ্ন বসানোর মাধ্যমে, যারা যরিশালমে করা

ঘৃণ্যকর্মগুলোর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফলে ও ক্রন্দন করে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের স্বর্গদূতরো এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারেরে কপালে চহিন বসানোর সমাপনী কাজ শুরু করেন।

তৃতীয় স্বর্গদূতরে সমাপনী কাজ শেষে বৃষ্টির বর্ষণের সময় সম্পন্ন হয়, যা 'the refreshing' নামেও পরিচিত, এবং তা একটা বার্তা।

যাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলছিলেন, 'এটাই সেই বশিরাম, যার দ্বারা তোমরা কলান্তদরে বশিরাম দিতে পারো; এবং এটাই সেই প্রশান্তি; তবু তারা শুনতে চাইল না।' ইশাইয় ২৮:১২।

ইশাইয়াতে তারা যে বার্তাটা শুনতে অস্বীকার করে, সেটাই ততোতলানো জহিবায় উচ্চারিত বার্তা, এবং সেটাই 'লাইন পর লাইন' পদ্ধতিকে প্রতিনিধিত্বকারী পরীক্ষার বার্তা।

কিন্তু প্রভুর বাক্য তাদের জন্য ছিল— বধিনের উপর বধিন, বধিনের উপর বধিন; রখোর উপর রখো, রখোর উপর রখো; এখানে একটু সখোনে একটু; যাতো তারা গয়ি পশ্চাতে পড়ে, ভঙগ হয়, ফাঁদে পড়ে, এবং ধরা পড়ে। অতএব, হে উপহাসকারী লোকরো, তোমরা যারা যরিশালমে এই জনগণকে শাসন করো, প্রভুর বাক্য শোন। কারণ তোমরা বলছে, আমরা মৃত্যুর সঙগে চুক্তি করছি, এবং পাথালরে সঙগে আমরা সমঝোতায় পোঁছছি; যখন বন্যার মতো বতেরাঘাত অতিক্রম করবে, তা আমাদের কাছে আসবে না; কারণ আমরা মথিযাকে আমাদের আশ্রয়স্থল করছি, এবং অসত্যরে আড়ালে আমরা নিজদেরে লুকয়িছি। ইশাইয়া ২৮:১৩-১৫।

প্রভুর বাক্য, যা বশিরাম ও সতজেতার (শেষেরে বৃষ্টি) বার্তা এবং যা তাদেরকে "যতে, পছিনে পড়ে যতে, ভেঙে যতে, ফাঁদে পড়তে এবং ধরা পড়তে" বাধ্য করে, এটি দেওয়া হয়ছে "উপহাসকারী পুরুষদেরে, যারা যরিশালমে থাকা এই জাতকি শাসন করো।" যরিশালমেই সেই স্থান যখনে স্বর্গদূতরো তাদেরে চহিনতি করেনে যারা নশিবাস ফলে ও ক্রন্দন করে, এবং যারা তাদেরে অর্পতি দায়িত্বরে প্রতী বিশ্বাসঘাতকতা করছে সেই প্রবীণ পুরুষরাই সবার আগে পততি হয়।

"উদ্ধারেরে চহিন আরোপ করা হয়ছে তাদেরে উপর—'যারা করা সব জঘন্যতার জন্য নশিবাস ফলে ও বলিাপ করো।' এখন মৃত্যু-দূত বরেয়ি যায়—যাকে ইজকেয়িলেরে দর্শনে হত্যা-অস্ত্রধারী লোকদেরে দ্বারা প্রতীকায়তি করা হয়ছে—যাদেরে প্রতী এই আদেশে দেওয়া হয়: 'বৃদ্ধ ও যুবক উভয়কেই, কুমারী, ছোট শিশু, এবং নারী—সবাইকে সমপূর্ণরূপে হত্যা কর; কিন্তু যার উপর চহিন আছে, তার কাছে যয়ো না; এবং আমার পবতিরস্থান থেকে শুরু করো।' নবী বলেন: 'তারা ঘরেরে সামনে যে প্রবীণ পুরুষরা ছিলিনে, তাদেরে থেকেই শুরু করল।' ইজকেয়িলে ৯:১-৬। বনিশরে কাজ শুরু হয় তাদেরে মধ্যই, যারা নিজদেরে জনগণরে আত্মকি অভভিবক বলে দাবি করছিলি। মথিযা প্রহরীরাই সবার আগে পততি হয়। দয়া করার বা রহোই দেওয়ার কটে নই। পুরুষ, নারী, কুমারী এবং ছোট শিশুরা একসঙগে নধিন হয়।" দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৬৫৬।

আমরা ১৯৮৯ সালে যে জ্ঞানেরে বৃদ্ধি ঘটছিলি, তা নিয়ে আলোচনা পরবর্তী প্রবন্ধে চালয়ি যাব।

"যনি বাহ্যকি আবরণরে অন্তরালে দেখেনে, যনি সকল মানুষরে হৃদয় পাঠ করেনে, তিনি তাঁদেরে সমবন্ধে বলেনে, যাঁরা মহান আলো লাভ করছে: 'তাঁরা তাদেরে নৈতিকি ও আধ্যাত্মকি অবস্থার কারণে দুঃখতি ও বস্মিতি নয়।' হ্যাঁ, তারা নিজদেরে পথই বছে নেয়িছে, এবং তাদেরে প্রাণ তাদেরে জঘন্য বিষয়সমূহে আনন্দ পায। আমিও তাদেরে বিভ্রান্তি বিছে নবে, এবং তাদেরে ভয় তাদেরে ওপর আনব; কারণ যখন আমি ডিকলাম, কটে

উত্তর দলি না; যখন আমি কথা বললাম, তারা শুনল না: বরং তারা আমার দৃষ্টির সম্মুখে মন্দ কাজ করল, এবং যা আমি আনন্দ করিনি, তাই বছে নলি।" ঈশ্বর তাদের প্রবল ভ্রান্তি প্রেরণ করবনে, যনে তারা মথ্যাকে বশ্বাস করে,' কারণ তারা 'সত্বরে প্রমে গ্রহণ করে নি, যাতে তারা পরতিরাণ পতে পারত,' 'বরং অধার্মকিতায় আনন্দ উপভোগ করছেলি।' যশাইয় 66:3, 4; 2 থসিলনীকীয় 2:11, 10, 12।"

স্বর্গীয় শক্শক জজিঞাসা করলনে: "সঠকি ভত্বিরি ওপর আপন নিরিমাণ করছনে এবং ঈশ্বর আপনার কাজ গ্রহণ করছনে—এই ভানরে চষে মনকে প্রতারতি করার আরও শক্তশিলী ভ্রান্তি আর কী হতে পারে, যখন বাস্তবে আপন জাগতকি নীতমিনে অনকে কচ্ছি করছনে এবং যহিোভার বরিদ্ধে পাপ করছনে? আহা, এটি এক মহান প্রতারণা, এক মোহময় ভ্রান্তি, যা মনকে অধিকার করে, যখন যাঁরা একসময় সত্বকে জনেছনে, তারা ধার্মকিতার রূপকে তার আত্মা ও শক্ত বলে ভুল করনে; যখন তারা মনে করে যে তারা ধনী, সম্পদে সমৃদ্ধ, এবং কোনো কচ্ছিরই প্রয়োজন নেই, অথচ বাস্তবে তাদের সব কচ্ছিরই প্রয়োজন।" সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৮, ২৪৯, ২৫০।